যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বিমল সরকার

ছাত্ররাজনীতির বলি মেধাবী শিক্ষার্থীরা

শিক্ষাজীবনে ভালো ছাত্র ছিলাম না। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও বলতে গেলে একই রকম। সামান্য কিছু কৃষিজমি ছাড়া আর কোনো সংস্থান না থাকায় ছোটবেলা থেকেই বাবা-মাকে খুবই হিসাব করে সংসার চালাতে দেখেছি। স্বাধীনতার আগের ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের কথা। গ্রামের ৮০ ভাগ কিংবা তার চেয়ে বেশি মানুষের আর্থিক অবস্থা ছিল আরও খারাপ। ক্রমান্বয়ে আমি পরীক্ষায় ভালো করতে থাকলাম। এসএসসি পরীক্ষার আগে স্কুলে নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। কয়েক দিন পর ফলাফল প্রকাশ করা হলেও ছয় মাসের বেতন ৪৮ টাকা অপরিশোধিত থাকায় আমার ফলাফল জানানো হয়নি। একই কারণে আমার মতো আরও অনেকেই বারা দিন চেষ্টা করেও ফলাফল জানতে পারেনি। সেদিন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর বিএসসি শিক্ষক আমার এক জ্ঞাতি-দাদা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এলেন এবং আমাকে সামনে রেখে বাবার কাছে বলে যান, আমি নির্বাচনী পরীক্ষায় যৌথভাবে প্রথম হয়েছি। এ ছাড়া আগামী তিন দিনের মধ্যে 'বকেয়াদিসহ নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রদান করে ফরম পূরণের কথাও বলে গেলেন তিনি। দু'দিন পর টাকা জোগাড় করে দিলে বাড়িওয়ালা ওরফান সবাইকে ভক্তি-প্রণাম করে বাবার কথা অনুযায়ী স্কুলের করণিক আমার আরেক জ্ঞাতি-দাদার কাছে টাকাগুলো দিলাম। এভাবে আমার ফরম পূরণ হয়।

স্কুলজীবনের একটি ঘটনা খুবই মনে পড়ে। তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। বড়দা নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমার এক পিসিমশাই। সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় একদিন পিসিমশাই রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়িতে উঠলেন। আমি আগেই স্কুল থেকে ফিরেছিলাম। তিনি বাবাকে বললেন, ওদের বলবেন আগামীকালই একটি দরখাস্ত জমা দিতে। বিকালে ফ্রি-হাফ ফ্রি নির্ধারণের মিটিং হবে। পিসিমশাইয়ের কথা অনুযায়ী আমরা দরখাস্ত জমা দিলে একজন ফ্রি পড়ার সুযোগ পাই। এ ছাড়া বেতনাদি মওকুফ করার আবেদন দিয়ে বাবা কোনো দিন স্কুলে আসেননি বা কোনো স্যারকেও বলেননি।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনকার কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও প্রতিভার যে স্ফুরণ ঘটিয়ে চলেছে তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে, মনে আশার আলো জাগায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কলেজপড়ুয়া অধিকাংশ ছাত্রই এখন জিন্স এবং অন্যান্য দামি কাপড় পরছে। এক একজন শিক্ষার্থী ব্যবহার করছে সুন্দর ও দামি ব্যাগ। গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত হাতে হাতে দামি মোবাইল সেট। অনেকেই আবার একাধিক সেটও ব্যবহার করে। কোচিং করা বা প্রাইভেট পড়া, কম্পিউটার ব্যবহার করা, মাওয়া-দাওয়া ও নাশতা করা, বন্ধুত্ব এবং সামাজিকতা—কোনো দিক থেকেই তারা পিছিয়ে নেই। কিন্তু এতসবের পরও তাদের মধ্যে অনেকেরই বিকৃত বৈষয়িক ভাবনা আমাকে বারবার আহত করে। এক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন সেশনে ভর্তি, পরীক্ষার ফরম-পূরণ, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বা বেতনাদি পরিশোধের অন্যান্য সময়ে টাকা কমানো অথবা মওকুফ করার জন্য যে অনুনয় বিনয় এবং অভিনব কৌশলের আশ্রয় তারা অবলম্বন করে, তাতে লজ্জায় একেবারে মাথা হেঁট হয়ে যায়।

শিক্ষকদের মা-বাবা আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তীর্থস্থানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অথচ জীবন গঠনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে মাত্র দুই-চারশ' কিংবা এক-দেড় হাজার টাকার জন্য তারা শিক্ষকদের সঙ্গে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতেও সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না! মূলত রাজনৈতিক প্রশ্রয় বা দেবাসেই যে এসব ঘটে থাকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ছাত্রনেতা নামধারীরা একেকটি মৌসুমে কী পরিমাণ টাকা অনায়াসে কামাই করে নেন, তা অন্য কারও পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন হলেও বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের তা ভালো করেই জানা। অনেকে অভিভাবকের কাছ থেকে ভর্তি বা ফরম পূরণের টাকাটা আগেভাগেই নিয়ে এলেও নানা ফন্দিফিকির করে একেবারে শেষদিনটির আগে টাকাটা হাতছাড়া করতে চায় না, যদি কম কিংবা টাকা না দিয়ে কাজ হাসিল করা যায়! অনেকে ইচ্ছা করে আবার অনেকেই বাধ্য হয়ে ছাত্রনেতাদের পাতা ফাঁদে পা বাড়ায়।

নেতারা কখনও বার্গেনিং করে আবার কখনও চোখ রাঙিয়ে চরম দুর্ব্যবহার করে ১০০, ২০০, এমনকি এর চেয়েও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর একেকটি তালিকা অধ্যক্ষের কাছে পৌঁছে দেন। এক্ষেত্রে কিছু অপরিণামদর্শী শিক্ষকেরও আশকারা থাকে। এ ছাড়া গভর্নিং বডির অনেক সদস্য তো মনেই করেন যে, বেতনাদি মাফ-মওকুফ, অনুত্তীর্ণদের পাস করিয়ে দেয়া এবং সেই সব ছাত্রনেতা ও কলেজ প্রশাসনের মধ্যে সময় সময় দফারফার বন্দোবস্ত করে দেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো কাজই নেই! এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য বা এমন সব প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভূসুলভ অবস্থান তো সরকারিভাবেই বলতে গেলে পাকাপোক্ত করে রাখা হয়েছে।

ভুলে গেলে চলবে না, আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছে ইংরেজরা। এমনকি পাকিস্তান আমলেও মূলত অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানোর লক্ষ্যে একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেও। কিন্তু আজকাল বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর দরিদ্র তহবিলের কথা শোনাই যায় না। দারিদ্র্য আর মেধা নির্ধারিত হয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায়। কিছু ব্যক্তি নতুন সেশনে ভর্তি, উপবৃত্তির তালিকা তৈরি ও পরীক্ষার ফরম পূরণের মতো একেকটি মৌসুমের জন্য যেন অপেক্ষাই করতে থাকে। এভাবে আমাদের শিক্ষার্থীরা জীবন গঠনের শুরুতেই স্বার্থান্ধতা, ফাঁকি, মিথ্যাচার ও প্রতারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। বড় হয়ে তারা কী করবে তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া এসবের মাঝ দিয়ে বড় হয়ে আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করছেন, তাদের কর্মকাণ্ডও সচেতন মানুষ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন। এভাবে দিন দিন আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় কি হতেই থাকবে?

বিমল সরকার : *কলেজ শিক্ষক*
bimalsarker59@gmail.com;